পাঁচপ্রকার। আবার সেই স্মরণও সাধকের মানস-অবস্থাভেদে পাঁচপ্রকার, যথা—স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি। এক্ষনে স্মরণাঙ্গ-ভক্তি পাঁচপ্রকার। আবার ভক্তি সগুণা নির্গুণাভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে সগুণাভক্তি তামসী, রাজসী, সাত্ত্বিকী ভেদে তিন প্রকার। অর্থাৎ উত্তমা তামসী, মধ্যমা তামসী, কনিষ্ঠা তামসী—এইরূপে প্রত্যেকটির তিন প্রকার করিয়া হওয়ায় সগুণাভক্তি নয় প্রকার। এবং নির্গুণাভক্তি এক প্রকার। এইরূপে স্মরণাঙ্গভক্তির বহুপ্রকার ভেদ আছে। তন্মধ্যে স্মরণের সামান্য অবস্থা ১১।১৩।১৪ শ্লোকে শ্রীভগবান উদ্ধব মহাশয়কে কহিয়াছিলেন—"হে উদ্ধব! আমার শিষ্য সনকাদি ঋষিগণ এইপ্রকার যোগের আদেশ করিয়াছেন। সর্ব্ব বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া যাহাতে সর্ব্বতোভাবে আমাতেই মনের আবেশ হয়।" স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মার উক্তিতে আছে—

আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥

শ্রীব্রহ্মা নারদকে কহিয়াছেন—"হে বৎস! সমস্ত শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া ইহাই সুনিষ্পন্ন হইয়াছে যে—ভগবান নারায়ণই একমাত্র ধ্যেয়॥ ২৭৫॥

তত্র নামস্মরণং, হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরম্। কীর্ত্তনীয়ঞ্চ বহুধা নির্ব্বৃতীবহুধেচ্ছতা॥ ইতি জাবালিসংহিতাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়ম্। নামস্মরণন্তু শুদ্ধান্তঃকরণতামপেক্ষতে। তৎ কীর্ত্তনাচ্চাবরমিতি মূলে তু নোদাহরণস্পষ্টতা। রূপস্মরণমাহ—অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥ ২৭৬॥

পরমাত্মনি শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণাং ভক্তিমিতি মুখ্যং ফলমন্যানিত্বানুষঙ্গিকানি॥ ১২॥ শ্রীসূতঃ॥ ২৭৬॥

সেই বিবিধ স্মরণাঙ্গের মধ্যে নামস্মরণের বিধি জাবালি সংহিতাদি-অনুসারে বুঝিতে হইবে।

হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরম্।
কীর্ত্তনীয়ঞ্চ বহুধা নির্ব্বৃতীর্বহুধেচ্ছতা॥

যে জন বহুপ্রকারে আনন্দলাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা একই শ্রীহরিনাম জপ করিবে, ধ্যান করিবে, গান করিবে এবং কীর্ত্তন করিবে। এ স্থলের অভিপ্রায় এই যে—একই শ্রীহরিনাম জপ করিলে যে আনন্দলাভ হয়, ধ্যানে অন্যপ্রকার আস্বাদন হয়, গানে অন্যপ্রকার এবং কীর্ত্তনে অন্যপ্রকার। একই শ্রীহরিনামে নানাভাবে নানাপ্রকার আস্বাদন হয়। যেমন একটু আলু-